প্রথম আলো

তারিখ ... 13 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...২...

বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল-উৎসব

ট্রফির নাম 'ফারাজ চ্যালেঞ্জ কাপ'

ক্রীড়া প্রতিবেদক ●

অনুষ্ঠানমঞ্চে ২০টি দলের অধিনায়ক এসে দাঁড়াতেই সবার হাতে দেওয়া হলো একটি করে বল। সঙ্গে দলের সবার জন্য জার্সি। ক্যামেরার ফ্ল্যাশে মুহূর্তেই আরও আলো ছড়িয়ে পড়ল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবনের নিচতলার সভাকক্ষে। যেন একটা আনন্দ সম্মিলনী। আনন্দের উপলক্ষটা এনে দিয়েছে সাবেক ফুটবলারদের সংগঠন সোনালী অতীত ক্লাব ও গ্রিন ইউনিভার্সিটি। এদের যৌথ উদ্যোগেই আয়োজিত হচ্ছে আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট।

সেটিরই সংবাদ সম্মেলন ও লোগো উন্মোচন ঘিরে কাল আনন্দময় কিছু সময় কাটালেন একঝাঁক সাবেক ফুটবলার ও সংগঠক। গতকালই কমলাপুর স্টেডিয়ামে খেলা শুরু হয়ে গেলেও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে আগামীকাল বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে। ২০টি বিশ্ববিদ্যালয় চার গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলছে এই টুর্নামেন্টে। চার গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন খেলবে সেমিফাইনালে।

টুর্নামেন্টের পোশাকি নাম ওয়ালটন আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট। তবে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এমন একটি নাম—সাহসের প্রতীক হয়ে যা ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। গত বছরের ১ জুলাই গুলশানের হোলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলায় বন্ধুর জন্য জীবন উৎসর্গকারী ফারাজ আইয়াজ হোসেনের নামে ট্রফির নামকরণ করা হয়েছে, 'ফারাজ চ্যালেঞ্জ কাপ।'

সংবাদ সম্মেলনে টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্যসচিব সাবেক তারকা ফুটবলার শেখ মোহাম্মদ আসলাম এই ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'ফারাজ আমাদের সামনে একটি উদাহরণ রেখে গেছে। বন্ধুর জন্য আত্মাহুতি দেওয়া এক বীর সন্তান সে। তাই আমরা সবার সঙ্গে কথা বলে ট্রফির নাম ফারাজের নামে রেখেছি। এখন থেকে প্রতিবছর এই টুর্নামেন্টটি আয়োজনের ঘোষণাও দিয়েছেন আসলাম। জানিয়েছেন ভবিষ্যতে কলেবর বাড়ানোর ইচ্ছার কথাও। এবারের চ্যাম্পিয়ন দল প্রাইজমানি পাবে ১ লাখ টাকা, রানার্সআপ দল ৫০ হাজার টাকা। তবে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান মনজুর কাদের অনুষ্ঠানমঞ্চে বসেই চ্যাম্পিয়ন দলকে ২ লাখ ও রানার্সআপকে ১ লাখ টাকা বাড়তি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

সন্ত্রাস, মাদক, জঙ্গিবাদ থেকে তরুণ সমাজকে দূরে রেখে সুস্থ সমাজ গঠন করায় অবদান রাখতেই এই টুর্নামেন্টের আয়োজন। বাড়তি পাওনা হিসেবে এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের জন্য অন্তত এক-দুজন ফুটবলার বেরিয়ে আসবে বলেও আশাবাদী আয়োজকেরা। একসময় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ফুটবল টুর্নামেন্ট হতো। জাতীয় পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় দল অংশ নিত। সেসব হারিয়েই গেছে। খেলোয়াড়দের জন্য আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোটা ছিল। সেটাও আর নেই। তা ফিরিয়ে আনারও দাবি জানানো হলো সংবাদ সম্মেলনের মঞ্চ থেকে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন অভিজ্ঞ ক্রীড়াসংগঠক এবং আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক হারুনুর রশীদ। হাসানুজ্জামান বাবলুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন মনজুর কাদের, প্রধান পৃষ্ঠপোষক ওয়ালটন গ্রুপের পরিচালক ইকবাল বিন আনোয়ার, গ্রিন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সামদানী ফকির, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শামসুদ্দোহা। সভাপতিত্ব করেন সোনালী অতীত ক্লাবের সভাপতি খুরশিদ আলম বাবুল। উপস্থিত ছিলেন হা-মীম গ্রুপের উপমহাব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান, সাবেক ফুটবলার খন্দকার রকিবুল ইসলাম, আশরাফউদ্দীন আহমেদ চুন্নু, সুলতান আহমেদ, ছাইদ হাসান কানন, ইলিয়াস হোসেনসহ আরও অনেকে।

টুর্নামেন্টের ২০টি দল : আহ্ছানউল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ব্র্যাক, সিটি ইউনিভার্সিটি, ড্যাফোডিল, ডিইউইটি, ইস্ট ওয়েস্ট, ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল, গণবিশ্ববিদ্যালয়, ইনডিপেনডেন্ট, আইইউবিএটি, প্রাইম এশিয়া, শেরেবাংলা অ্যাগ্রিকালচারাল, সোনারগাঁও, সাদার্ন ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম, ইউল্যাব, সাউথইস্ট, স্টামফোর্ড, নর্থ সাউথ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব টেক্সটাইলস ও গ্রিন ইউনিভার্সিটি।